আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন

জেলা: ময়মনসিংহ

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : ১০ জুলাই, ২০১৯ বুলেটিন নং ৫৮	১০ জুলাই হতে ১৪ জুলাই, ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি (০৬ জুলাই হতে ০৯ জুলাই , ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত)

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	০৬ জুলাই	০৭ জুলাই	০৮ জুলাই	০৯ জুলাই	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	৭.০	২৩.০	৩৯.০	৬৫.০	৭.০-৬৫.০ (১৩৪.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৪.২	৩২.১	৩১.৪	৩২.৩	৩১.৪-৩৪.২
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৭.৫	২৬.৩	২৭.৬	২৭.৫	২৬.৩-২৭.৬
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬২.০-৯৭.০	৮০.০-৯৬.০	৮৬.০-৯৭.০	৯০.০-৯৭.০	৬২.০-৯৭.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৯.২	৯.০	৪.৯	৫.৮	৪.৯-৯.২
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৬	৮	৮	৮	৬-৮
বাতাসের দিক	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
১০ জুলাই হতে ১৪ জুলাই, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	৩.০৫-৭৯.২৫ (২০৯.২)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩২.৫-৩৩.৮
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৬.৩-২৭.২
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৭১.০-৯৪.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৬.১-৭.৮
মেঘের পরিমান (অক্টা)	মেঘাচ্ছন্ন আকাশ
বাতাসের দিক	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম

দণ্ডায়মান ফসলের স্তর

ফসল	স্তর
আমন ধান	বীজতলা/চারারোপন
আউশ ধান	কুশি পর্যায়
পাট	বাড়ন্ত/পরিপক্ক/কর্তন পর্যায়
সবজি	বপন/বাড়ন্ত/ফলধরা

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:
ধান:

- অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন। আউশ ধানের জমিতে পানির স্তর ৫-৭ সে.মি. বজায় রাখুন।
- আউশে পাতায় ব্লাষ্ট ও পাতায় দাগ রোগ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর কার্বান্ডাজিম @২গ্রাম/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- আউশ ধানের অন্যান্য রোগবালাই থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।
- চারা রোপনের জন্য মূল জমি প্রস্তুত করুন।
- আমন ধানের চারা দ্রুত রোপন করুন। আমন ধানের মূলজমি প্রস্তুতের শেষ ধাপে প্রতি হেক্টর জমিতে ৯০কেজি টিএসপি, ৭০কেজি এমওপি, ১১ কেজি জিঙ্ক (বোরো/আউশ মৌসুমে জিঙ্ক প্রয়োগ করে থাকলে জিঙ্ক প্রয়োগের প্রয়োজন নেই) এবং ৬০কেজি জিপসাম প্রয়োগ করুন।
- চারা রোপনের এখনই উপযুক্ত সময়। চারার বয়স ২৫-৩০ দিন হলে মূল জমিতে চারা রোপন করুন। আমন চারা খুব বেশী গভীরে রোপন করবেন না এবং কোনো চারা নষ্ট হলে এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন চারা লাগান । সর্বোচ্চ কুশি পর্যায়ে জমিতে পানির স্তর ৫-৭ সেমি রাখুন।
- চারা রোপনের ১-৩ দিনের মধ্যে অনুমোদিত আগাছানাশক প্রয়োগ করুন।

পাট:

- ফুল আসার পূর্ব পর্যায়ে (বপনের ১২০ দিন পর) পাটের কর্তন ও রেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে পাটে বিছা পোকা ও ঘোড়া পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আক্রমণ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ইমিডাক্লোরোপিড/ক্লোরোসাইরিন/নাইট্রো মিশিয়ে পর স্প্রে করতে হবে।
- চেলে পোকার এর আক্রমণ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর ডাইক্লোরোভক্স ৩মিলি/৪লিটার পানিতে অথবা ইন্ডোসালফেন ২মিলি/ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

সব্জি:

- অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- দমকা হাওয়া যেন ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। বর্ষা মৌসুমে নতুন বাগান করুন।
- বেগুনের চারা রোপণের উপযোগী হলে ৬০ সেমি X ৬০ সেমি দূরত্বে চারা রোপণ করুন। খরিফ সব্জি যেমন: ঢেঁড়শ, কুমড়া, শশা, ধুন্দুল, লাউ এর বীজ বপন করুন।

- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে মিষ্টি কুমড়া, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা এবং শসাতে বিটলের আক্রমণ দেখা দিলে ডাইমেক্রন অথবা রগর(১মিলি/লিটার পানি) বৃষ্টিপাতের পর স্প্রে করুন।
- সব্জিতে পাতা শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ডাইমিথেয়েট@ ২মিলি অথবা এসিফেট @ ১.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- বৃষ্টিপাতের পর টমেটো, বেগুন, মরিচ, লাউ, ঢেঁড়স লাগান।
- উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতার কারনে হলুদে পাতায় দাগ এবং শসা ও পেঁয়াজে ডাউনি মিলডিউ রোগের প্রকোপ দেখা দিতে পারে এক্ষেত্রে বৃষ্টিপাতের পর ম্যানকোজেব ১কেজি/হেক্টর স্প্রে করতে হবে।
-

উদ্যান ফসল:

- বৃষ্টিপাতের পর ফল বাগানের পরিচর্যা করুন।
- উদ্যান ফসল বিশেষ করে ডালিমের ব্যাকটেরিয়া জনিত পাতা পোড়া রোগ দমনে সর্তকতার সাথে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- পেয়ারা বাগানে গর্তের মাটি নিয়ে ২০-২৫ কেজি গোবর সার এবং ৫০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন। আম, আমলকি এবং কুল বাগানে গর্তের মাটি নিয়ে ৩০ কেজি গোবর সার, ২৫০ গ্রাম এসএসপি এবং ৫০-১০০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন।
- যেহেতু যথেষ্ট বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে তাই আম, পেয়ারা এবং নারকেল গাছের গর্ত তৈরী করুন।

কলা:

- যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়েছে কাজেই কলাগাছ রোপন করুন। কলা বাগানের আন্ত:পরিচর্যা করতে হবে।
- ঝড়ো হাওয়া থেকে ফসল রক্ষার জন্য খুটির ব্যবস্থা করুন।
- মৌসুমী বৃষ্টিপাতের কারণে কলায় সিগাটোকা রোগ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিরোধের জন্য বৃষ্টিপাতের পর ২০গ্রাম/লিটার হারে সিউডোমোনাস স্প্রে করুন। আক্রমণ বেশি হলে ২ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ মিলি প্রোপিকোনাজল ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার দুই পাশে স্প্রে করুন।

হলুদ: বাড়ন্ত পর্যায়

- উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতার কারনে হরুদে পাতার দাগ রোগ দেখা দিতে পারে, বৃষ্টিপাতের পর ম্যানকোজেব ১কেজি/হেক্টর প্রয়োগ করুন।
- হলুদে কন্দ পঁচারোগ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর আক্রান্ত স্থানে ০.৩% ম্যানকোজেব ৭৫ ডব্লিউ পি @ ২কেজি/রিটার পানিতে মিশিয়ে লাগাতে হবে।
- জমিতে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা রাখতে হবে।